দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 FEB 1986 পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

039

অগ্নিপরীক্ষায় পাস ফেল

পরীক্ষা—নাকি অগ্নিপরীক্ষা? অগ্নিপরীক্ষাই। এসএসসি, এইচএসসি, অনার্স যাই হোক. পরীক্ষা মানেই অগ্নিপরীক্ষা। পরীক্ষা যারা দেন তারা সে-ভাবেই দেখেন বিষয়টাকে। সাধারণদের নিয়ে কথা—যারা সংখ্যায় ভারি, পরীক্ষার কথায় যাদের হৃৎকম্প হয়, স্নায়ুপীড়া দেখা দেয়, ঘন ঘন গলা শুকোয় ইত্যাদি। এ সবই পরীক্ষার্থীর লক্ষণ।

তা পরীক্ষা ব্যাপারটা যে সহজ নয়, একথা তো কারো অস্বীকার করার উপায় নেই। একেবারে প্রতিষ্ঠিত সত্য। স্বতঃসিদ্ধ। যে-কোন পরীক্ষার ফলাফলের দিকে এক নজর তাকালেই এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকলেও তা মোচন হয়ে যাবে। সহজই যদি হবে তহলে পাসের হার এ রকম করে পঞ্চাশ শতাংশের আশপাশেই ঘুর ঘুর করবে কেন? কি করলে যে পরীক্ষায় পাস করা যায় সে ব্যাপারে তো পরীক্ষার্থীরাও কম এক্সপেরিমেন্ট করেননি। বাজার থেকে পয়সা দিয়ে সিওর সাকসেস খরিদ করে তা আগাগোড়া মুখস্ত করেও দেখা গেছে লাভ হয়নি। সাকসেস কখনোই সিওর নয়। অত্যন্ত অনিশ্চিত ব্যাপার। বাছাই করা শ'খানেক প্রশ্ন এবং উত্তর সম্পর্কে জ্ঞানবান হয়েও সব সময় ফল পাওয়া যায় না। এই অগ্নিপরীক্ষায় পাস করতে হলে পুরাণের সীতা সাবিত্রীরও ঘাম ছুটে যেত। সাধে কি আর নকলের এমন জনপ্রিয়তা? মানে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রিয়তা। প্রয়োজনই তো সব রকম আবিষ্কারের উৎস। পরীক্ষা পাসের প্রয়োজনে তাই নকলেরও কদর।

তাই বলে পরীক্ষা পাসের গ্যারান্টি কিন্তু কেউ দিতে পারেনি, কিছুই দিতে পারেনি। নকলও না। পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হলে কেউ সংজ্ঞা হারান, আবার কেউ হলের ভেতর পটকাও ফোটান। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। পরীক্ষায় পাসের হার পঞ্চাশ শতাংশ ছেড়ে খুব বেশি দূর কখনোই ওঠে না। ওঠা উচিত নয় বলেই কি?

শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা সস্তা নয়, সে তো ঠিক কথা। সহজও নয়। যারা পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, পাস-ফেল করান, তারা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে বিষয়টা অত্যন্ত কঠিন। প্রায় সাধারণের নাগালের বাইরে। কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যায়, ওই অসাধারণ বিষয় আয়ত্ত করার কিছুটা যোগ্যতা থাকলেও আয়ত্ত করা আর হয়ে ওঠে না। সোমবারের

কণিকা মাহফুজ

দৈনিক বাংলার এক রিপোর্টে দেখা গেছে, ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৫ সালের আইমিউজিক পরীক্ষায় বেশ ভাল নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও সঙ্গীত কলেজের কয়েকজন পরীক্ষার্থীর পক্ষে পাস করা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। মানে তাদের পরীক্ষার ফল বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। অকারণে এমন হয়েছে একথা বলা যাবে না, কারণ আছে। যারা পরীক্ষার্থী তাদের নানা রকম পরীক্ষার জন্যেই প্রস্তুত থাকা উচিত। ভুল হওয়া মানেই অকৃতকার্যতা। এ জন্যে নম্বর তো কাটা যাবেই। সঙ্গীত কলেজের পরীক্ষার্থীদের বেলায়ও এমন কিছু ভুল অবশ্যই হয়েছিল। তাদের ফরমে নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে ইতিহাস লেখা ছিল। বিষয়টা আসলে চতুর্থ বিষয়। মারাত্মক ভুল সন্দেহ নেই। এ বিষয়টা জানা না থাকলে হয়ত জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যেতেও পারে। অতএব পাস করানো যায় না। পাস ফেল কিছুই বোধহয় করানো যায় না। এ জন্যে কত নম্বর কাটা উচিত সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত যখন গ্রহণ করা হয়নি তখন পরীক্ষার ফল বাতিল ঘোষণা করলেই আপাতত ল্যাঠা চুকে যায়। তাই করা হয়েছে।

ছিদ্রান্বেষীরা তো সবসময়েই ছিদ্র খুঁজে বেড়ান। তাদের অভ্যাস যাবার নয়। কেউ বলছেন, পরীক্ষার্থীদের ওই ভুলটা ফল বের হবার আগে পর্যন্ত বোর্ড বা কলেজ কেউই লক্ষ্য করেননি। অর্থাৎ এই বেখেয়ালপনার জন্যে তারাই ফেল করতে পারেন। কিন্তু তারা তো পরীক্ষা দেননি। তাহলে? এত বড় একটা ভুল হয়ে যাবে আর কেউ ফেল করবে না—তা ও কি হয়? কোন এক রাজ্যে নাকি অপরাধের কোন ঘটনা ঘটলেই কাউকে শূলে যেতেই হত। অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া না গেলে পছন্দসই কাউকে ধরেবেঁধে আনা হত। বেশ দৃষ্টান্তমূলক কর্মকলাপ।

কেউ আবার বলছেন, পরীক্ষা হচ্ছে একরকমের রশি টানাটানির খেলা। একদল চায় পাস করতে আর একদল চায় পাস না করাতে। কি হবে কে জেতে তা ফলেই প্রকাশ।

[illegible] পরীক্ষা [illegible] বিষয়। প্রতি বছর বিভিন্ন পরীক্ষায় পাসের হার দেখি আর ভয় পাই। মনে হয় শিক্ষাদীক্ষা তাহলে বোধহয় সবার জন্যে নয়। মুষ্টিমেয়ের জন্যেই। এই সব অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কি মুখের কথা?